*নতুন সংস্করণ, ৪ঠা নভেম্বর, ২০২০ সকাল ১১.১৫মিনিট

৩রা নভেম্বর ২০২০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বৈবাহিক ধর্ষণ সংক্রান্ত বৈষম্যমূলক আইনের বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছেন হাইকোর্ট

মহামান্য হাইকোর্ট আজ ৩রা নভেম্বর ২০২০ নারী ও তের বছরের উর্দ্ধে কিশোরীদের বৈবাহিক ধর্ষণ অনুমোদনকারী আইনসমূহ যা বৈষম্যমূলক এবং বিবাহিত নারী ও কিশোরীদের মৌলিক অধিকার সমতা (অনুচ্ছেদ ২৭), বৈষম্যহীনতা (অনুচ্ছেদ ২৮), আইনের সুরক্ষা (অনুচ্ছেদ ৩১), জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারের সুরক্ষা (অনুচ্ছেদ ৩২) ক্ষুন্ন করে, তা কেন বাতিল হবে না, এবং এই আইনসমূহ বাতিল করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কেন বিবাদীদের নির্দেশনা দেয়া হবে না, তার কারণ দর্শানোর জন্য সরকারের প্রতি রুল নিশি জারি করেন।

আবেদনকারী চারটি সংস্থা - বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), ব্র্যাক, নারীপক্ষ এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন - যারা অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার নারীদের সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন।

মাননীয় বিচারপতি মো. মুজিবর রহমান মিয়া ও মাননীয় বিচারপতি মহিউদ্দিন শামীম এর সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের দ্বৈত বেঞ্চ এই রুল জারী করেন। রুলে বিবাদীগণকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

ব্লাস্ট, ব্র্যাক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও নারীপক্ষ কর্তৃক গত ১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে দায়েরকৃত রিট পিটিশনের (রিট পিটিশন নং ৭৭৫৮/২০২০) প্রেক্ষিতে এই রুল জারী করা হয়। উক্ত রিট পিটিশনে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে প্রতিবাদী করা হয়েছে।

সকল আবেদনকারী সংস্থা ধর্ষণসহ লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের সহযোগতিা ও সেবা প্রদান করে। তারা দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৩৭৫ ধারার বৈবাহিক ধর্ষণ সম্পর্কিত ব্যতিক্রম দফা এবং এ সংশ্লিষ্ট দন্ডবিধির ৩৭৬ ধারা ও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ৯(১) ধারা, যেগুলো বিবাহিত নারী ও কিশোরীদের (তের বছরের উর্দ্ধে) স্বামী কর্তৃক ধর্ষণের বিচার প্রাপ্তির অধিকার ক্ষুন্ন করে, সেগুলো আদালতে চ্যালেঞ্জ করেন।

নারীপক্ষের সদস্য শিরিন পি হক বলেন, আমরা সন্তুষ্ট যে, আদালত ৩৭৫ ধারার ব্যতিক্রম অংশকে বৈষম্যমুলক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং স্বামী কর্তৃক জোরপূর্বক যৌনমিলনের ফলে অগণিত নারীর অপরিসীম কষ্টে সাড়া দিয়েছেন। বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার ফলে সেই অগণিত নারী স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আদালতে ভিড় করবেন বলে মনে হয় না, তথাপি স্বামীকে "না" বলা যে নারীর অধিকার এবং পুরুষরা যে সেই "না" মেনে নিতে বাধ্য তা বহাল করবে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক, শাহীন আনাম বলেন, “আমরা সন্তুষ্ট এবং আশাবাদী যে আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন হবে।”
ব্র্যাক এর মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচীর পরিচালক, ব্যারিস্টার জেনেফা জব্বার উল্লেখ করেন যে, নারীর ব্যক্তিগত জীবনে সমতা রক্ষায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ব্লাস্টের গবেষণা বিশেষজ্ঞ তাকবীর হুদা বলেন, “ টাঙ্গাইলের এই শিশু কনের মর্মান্তিক মৃত্যু আমরা বৃথা যেতে দিতে পারি না। কোন নারীরই বৈবাহিক ধর্ষণ কাম্য নয়। তা অবশ্যই অপরাধের আওতায় আনতে হবে। অনেক দিন ধরে এ বিষয়টি নিয়ে দাবী জানানো হচ্ছিল।

পটভূমিঃ গত ২৫ অক্টোবর ২০২০ টাঙ্গাইলের চৌদ্দ (১৪) বছরের এক কিশোরী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ডিএমসিএইচ) ভর্তি হওয়ার পরে যৌনাঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ফেরত

৩৪/৩৫ বৎসর বয়সী এক ব্যক্তির সাথে একমাস পূর্বে গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তার বিয়ে হয়েছিল। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় বিয়ের প্রথম রাত থেকেই ঐ কিশোরীর যৌনাঙ্গে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে ধর্ষণ আইন সংস্কারের দাবীতে রেইপ ল রিফর্ম কোয়ালিশনের ১০ দফা দাবীর পুনরায় বিভিন্ন পর্যায়ে তুলে ধরা হয় এবং জোরপূর্বক যৌনমিলনের ফলে অতিরিক্ত রক্তপাতের কারণে বিবাহিত কিশোরীর মৃত্যুর ঘটনা এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা সম্পর্কিত জাতীয় সমীক্ষায়(২০১৫) জানা গেছে যে, ২৭.৩ শতাংশ বিবাহিত নারী প্রতিনিয়ত তাদের স্বামীদের দ্বারা যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, যার মধ্যে জোরপূর্বক যৌনমিলন অন্তর্ভুক্ত। এমন পরিস্থিতিতে বিবাহিত নারী ও কিশোরীদের (তের বছরের উর্দ্ধে) সাংবিধানিক মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ৪টি মানবাধিকার সংস্থা ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনের সংস্কার করে বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার নির্দেশনা চেয়ে এই রিট আবেদনটি দায়ের করেছেন।

আরো তথ্যের জন্য, যোগাযোগ করন:

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড কমিউনিকেশনস), ব্লাস্ট
মোবাইল: ০১৭৭৬-০৬০১১৩, ইমেইল: mahbuba@blast.org.bd

বিস্তারিত তথ্যের জন্য:

ব্যারিস্টার সারা হোসেন (ইমেল: sarablast2020@gmail.com)
ব্যারিস্টার শারমিন আক্তার (মোবাইল: ০১৭১৭-৪৪৪৩১১, ইমেল: sharmin1@blast.org.bd)
তাকবীর হুদা (মোবাইল: ০১৭২৭৩৬১৭৬৯, ইমেল: taqbirhuda@gmail.com)